দেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পুঁজিবাজারের স্টক ব্রোকার ও সাব-ব্রোকার, শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি, ইস্যু ব্যাংকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ইস্যু নিবন্ধক ও ম্যানেজার, অবলিখক, পোর্টফলিও ম্যানেজার, বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং পুঁজিবাজারের সংগে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সমন্বয়ের জন্য যথাযথ আইনী কাঠামো তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ খাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠাকরা হয়েছে। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনগোষ্ঠি তৈরির লক্ষ্যে উন্নততর ও মানসম্মত তাত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এ প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি-কে শক্তিশালী করার জন্য জনবল ও অন্যান্য সরঞ্জাম বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম চলছে বিধায় এ খাতকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষে কমিশন গত দশ বছরে নানাবিধ আইনী ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেছে, যার উল্লেখযোগ্য সংস্কারসমূহ নিম্নরূপ:

আইনী সংস্কার (জানুয়ারি ২০০৯ - ৩০ জুন ২০১৮)

১. স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে লেনদেনের অধিকার পৃথক করার লক্ষ্যে **এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩** প্রণয়ন;

২. **ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪** প্রণয়ন;

৩. পুঁজিবাজারের অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Securities and Exchange Ordinance, 1969 **সংশোধন**;

৪. বিএসইসিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সংশোধন**;

নতুন বিধি প্রণয়ন:

১. Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012;

২. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013;

৩. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015;

৪. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016;

৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬;

৬. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016;

৭. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭;

৮. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৮

বিদ্যমান বিধি সংশোধন

১. Securities and Exchange Rules, 1987;

২. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫;

৩. Credit Rating Companies Rules, 1996;

৪. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬;

৫. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;

৬. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;

৭. Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001;

৮. Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001;

৯. Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006;

১০. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০১৪

১১. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015;

নতুন প্রবিধান প্রণয়ন

১. Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;

২. Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;

বিদ্যমান প্রবিধান সংশোধন

১. ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩;

নতুন নীতিমালা প্রণয়ন

১. সরকারি কোম্পানিসমূহের সম্পদ এবং দায় পুনঃমূল্যায়ন সংক্রান্ত;

২. কোন ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক কোন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মকে ধারাবাহিকভাবে ৩(তিন) বছরের বেশি অডিটর হিসাবে নিয়োগ না করা বিষয়ক;

৩. পাবলিক অফারের পূর্বে শেয়ারের প্রাইভেট প্লেসমেন্টের শর্তাবলী বাধ্যতামূলকভাবে পরিপালন সংক্রান্ত;

৪. আইপিও এর জন্য আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়ন বিষয়ক;

৫. পুঁজিবাজার সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট গবেষণা এনডাউমেন্ট তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৭'

নতুন গাইডলাইনস প্রণয়ন

১. তালিকাভুক্ত কোম্পানির অডিটরদের প্যানেল তৈরীর লক্ষ্যে গাইডলাইনস্**;**

২. মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে বে-মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রূপান্তরের গাইডলাইনস্;

৩. ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস্ ইস্যু সম্পর্কিত গাইডলাইনস;

৪. Eligible Investor দের জন্য গাইডলাইনস;

৫. কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইনস্ যুগোপযোগী করে সংশোধন করত**: নতুন কর্পোরেট গর্ভন্যান্স কোড** প্রণয়ন;

প্রশাসনিক সংস্কার

১. ইস্যুয়ার কোম্পানি যে পরিচালনা পর্ষদের সভায় নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী গ্রহণ (adop) করবে, ঐ সভাতেই কোম্পানির শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য, শেয়ার প্রতি আয়, শেয়ার প্রতি নীট পরিচালন আয় ঘোষণার বিধান প্রচলন;

২. তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলককরণ;

৩. মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সর্বমোট মেয়াদ ১০ (দশ) বছর বৃদ্ধি;

৪. বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থায়নে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠা;

৫. তালিকাভুক্ত কোম্পানির গভর্ন্যান্স তদারকির উদ্দেশ্যে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ কর্তৃক Corporate Finance বিভাগ প্রতিষ্ঠা;

৬. কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণ সম্মিলিতভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ৩০% এবং প্রত্যেক পরিচালক কর্তৃক পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ২% শেয়ার নির্ধারণ;

৭. মার্চেন্ট ব্যাংকারসহ পুঁজিবাজারে নিয়োজিত ব্যাংকের সাব-সিডিয়ারীসমূহের মূলধনের সর্বনিম্ন ৫১% প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে সংগ্রহের বিধান প্রচলন;

৮. বিদেশী বিনিয়োগকারী এবং অ-নিবাসী বাংলাদেশীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভের উপর আরোপিত ১০% Capital Gain ট্যাক্স প্রত্যাহার;

৯. শেয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যাংক এর সাব-সিডিয়ারি কোম্পানির অনুকূলে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ঐ ব্যাংকের 'exposure to capital market' হিসেবে গণ্য না করা;

১০. পুঁজিবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগ উদ্ভুত কোন ক্ষতির জন্য প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে gain/loss net off করে provision সংরক্ষণের বিধান প্রচলন। উল্লেখ্য, পূর্বে শুধু net loss কে বিবেচনায় নেয়া;

১১. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় এর ব্রোকারেজ কমিশন হিসেবে লেনদেন মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.১০% থেকে হ্রাস করে ০.০৫% নির্ধারণ;

১২. পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ৯০০ কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল গঠন। ১৯.০৯.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৩৪টি মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে মোট ৩৫,৫২৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে ৯১.৯৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান, যার বছর ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বিতরণ	অবশিষ্ট
১	২	৩	৪
১.	২০১৩-১৪	২৯৯,৮৩,৯৪,৭৭১.০০	৬০০,১৬,০৫,২২৯.০০
২.	২০১৪-১৫	১৮৭,৭০,৮৮,২১১.০০	৪১২,৪৫,১৭,০৮১.০০
৩.	২০১৫-১৬	১৫৪,৬৫,৫০,৫৭৭.০০	২৫৭,৭৯,৬৬,৪৪১.০০
৪.	২০১৬-১৭	--	--
৫.	২০১৭-১৮	২৩৭,৩৭,৮৪,৬৬৬.০০	২০,৪১,৮১,৭৭৫.০০
৬.	২০১৮-১৯	১২,৪১,২২,১৪৩.০০	৮,০০,৫৯,৬৩২.০০
সর্বমোট		৮৯১,৯৯,৪০,৩৬৮.০০	

১৩. স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০.০০ (দশ) টাকায় রূপান্তরিত;

১৪. বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে MoU স্বাক্ষর;

১৫. পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ বছরের (২০১২-২০২২) Master Plan প্রণয়ন;

১৬. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়্যার (Surveillance Software) স্থাপন;

১৭. Non-Discretionary Portfolio Management-এর ক্ষেত্রে অমনিবাস (omnibus) হিসাব এর প্রত্যেক গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাব খোলার নির্দেশনা প্রদান ও তা বাস্তবায়ন;

১৮. ডিএসই-তে এবং সিএসই-তে International Standard অনুযায়ি Free Float শেয়ারের হিসাবের ভিত্তিতে নতুন Index প্রবর্তন;

১৯. রাইটস ইস্যুর ক্ষেত্রে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড পরিপালন বাধ্যতামূলককরণ;

২০. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন IOSCO এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করত: Appendix B হতে Appendix A-তে উন্নীত;

২১. পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Special Tribunal স্থাপন;

২২. তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের রেজিস্টার্ড অফিস যে শহরে বা এলাকায় অবস্থিত সে স্থানে উহাদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলককরণ;

২৩. বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিদেশী বিনিয়োগসহ জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং , তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান

২৪. তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুয়ার কোম্পানীসমূহের আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক নিরীক্ষকগণের প্যানেল প্রস্তুত;

২৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ;

২৬. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (SEBI) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;

২৭. নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য পৃথক ইনভেষ্টরস্ এডুকেশন প্রোগ্রাম চালু;

২৮. মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটি যুগোপযোগী বিধান প্রচলন;

২৯. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) কোম্পানিকে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ও তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান;

৩০. কোম্পানীসমূহের ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রমকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনয়ন, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন তথা পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে 'ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা;

৩১. বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে কোন লেনদেন হলে বিনা ফিতে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল ফোনে এসএমএস বার্তা প্রেরণের - ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন;

৩৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা;

৩৪. দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে বিএসইসিতে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ প্রতিষ্ঠা;

৩৫. তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং ১০% (পূর্বে যাহা ৫% ছিল) বা এর বেশী শেয়ার ধারকদের ক্ষেত্রে লক-ইনের সময়সীমা ৩ (তিন) বছর এবং অন্যান্য শেয়ার ধারকের ক্ষেত্রে লক-ইনের সময়সীমা হল' ১ (এক) বছর নির্ধারণ;

৩৬. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক নির্ধারিত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উদযাপন;

৩৭. আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উহা প্রকাশের শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধানের প্রচলন;

৩৮. ইইএফ হতে ৮৮৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতে ১৪০০.৪০ কোটি টাকা এবং ১০১টি সফট্ওয়্যার শিল্পে ১২৬.২৩ কোটি টাকা, সর্বমোট ৯৮৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫২৬.৬৩ কোটি টাকা বিতরণ। এর মাধ্যমে কৃষি খাতে ২৮৪৪ জন (পুরুষ-২১৯৭, নারী-৬৪৭) এবং সফটওয়্যার খাতে ৩৩৮জন (পুরুষ-২৫৭ এবং নারী-৮১) উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। ৩০.০৬.১৮ তারিখ পর্যন্ত ইইএফ প্রকল্পসমূহে মোট ৪৯৪৫০জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে;

৩৯. বিআইসিএম কর্তৃক পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ৩৬ ক্রেডিট বিশিষ্ট ১ (এক) বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রাম ''পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম)'' চালু;

৪০. পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিআইসিএম কর্তৃক এক থেকে ছয় সপ্তাহব্যাপী সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালনা;

৪১. সাপ্তাহিকভিত্তিতে বিনামূল্যে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রাম' এর আয়োজন। উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ পুঁজিবাজার সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করছে।

৪২. পুঁজিবাজার সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য ই-লার্নিং কার্যক্রম শুরু।

পুঁজিবাজার খাতে (২০০৫-০৬ হতে ২০১৭-১৮) প্রধান প্রধান বাজার নির্দেশসসমূহের প্রবৃদ্ধি নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বাজার নির্দেশক	২০০৫-২০০৬	২০১৭-২০১৮	প্রবৃদ্ধি %
১.	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	২১,৫৪২.১৯	৩৮৪,৭৩৪.৭৮	১,৬৮৫.৯৬
২.	বাজার লেনদেন (কোটি টাকায়)	২১.৯৫	৮০১.৪০	৩৫৫১.০৩

৩.	শেয়ার মূল্য সূচক	১,৩৩৯.৫৩ ডিএসই সাধারণ সূচক	৫,৪০৫.৪৬ ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)	৩০৩.৫৪
৪.	বৈদেশিক লেনদেন (কোটি টাকায়)	৬৮.৫৬	১১,৪১৬.২৪	১৬,৫৫২.৬৫
৫.	মূলধন সরবরাহ (কোটি টাকায়)	৮,৫৭২.২৬	১,২১,৯৬৬.৫১	১,৩২২.৮০
৬.	বিও একাউন্টের সংখ্যা	৭,১৯,২৬৫	২৭,২৪,০৭৪	২৭৮.৭৩
৭.	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩৬০	১,৩৩২	২৭০
৮.	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৩০৩	৫৭২	৮৮.৭৮
৯.	তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা	২৫৬	৩০৫	১৯.১৪
১০.	তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৩	৩৭	১৮৪.৬২
১১.	অ-তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	০	৩৯	৩৯০
১২.	তালিকাভুক্ত ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	৮	০
১৩.	তালিকাভুক্ত ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	২৬	২২১	৭৫০
১৪.	তালিকাভুক্ত কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০	১	০
১৫.	বাজার মূলধন ও জিডিপি'র অনুপাত	৫.১৮%	১৭.১৯%	২৩১.৮৫

পুঁজিবাজারে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

ক্রমিক	বাজার মধ্যস্থতাকারী	সংখ্যা
১.	স্টক ব্রোকার (ডিএসই ও সিএসই)	৩৮৪
২.	স্টক ডিলার (ডিএসই ও সিএসই)	৩৫২
৩.	ডিপজিটরী অংশগ্রহণকারী	৪৪০
৪.	সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানী	৩৬
৫.	মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার	৬১
৬.	সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান	১৩
৭.	মিউচ্যুয়াল ফান্ড কাস্টডিয়ান	০৮
৮.	ট্রাস্ট্রি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ ও অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড)	১৭
৯.	ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী	০৮
১০.	ফান্ড ম্যানেজার	১৩
	মোট	**১৩৩২**

বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিবরণ	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২৬	১,৪০৪
২.	প্রাত্যহিক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	২৮	১,০০৫
৩.	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	৩২৩	১২,৮২৬
৪.	বিভাগীয় কনফারেন্স	০৪	৫,২৮৬
৫.	অন্যান্য (বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৭ সংক্রান্ত কর্মসূচি)	০৮	২,৬৭৭
	মোট	**৩৮৯**	**২৩,১৯৮**

তালিকাভুক্ত ও অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক	বিবরণ	২০১৭-২০১৮		২০০৭-২০০৮	
১.		সিকিউরিটিজের সংখ্যা		সিকিউরিটিজের সংখ্যা	
২.	মোট তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ (ট্রেজারি বন্ডসহ)		৫৭২		৩৭৮
৩.	মোট তালিকাভুক্ত ট্রেজারি বন্ড	২২১		৮৪	
	মোট তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ (ট্রেজারি বন্ড ব্যতীত)		৩৫১		২৯৪
	(ক) মোট তালিকাভুক্ত কোম্পানী	৩০৫		২৭১	
	(খ) তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৩৭		১৪	
	(গ) মোট তালিকাভুক্ত ডিবেঞ্চার	০৮		৮	
	(ঘ) মোট তালিকাভুক্ত কর্পোরেট বন্ড	০১		১	
	মোট	৩৫১		২৯৪	
৪.	অ-তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড		৩৯	-	
মোট তালিকাভুক্ত ও অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা		(৫৭২+৩৯)	৬১১		৩৭৮

কোম্পানী কর্তৃক আইপিও-র মাধ্যমে পুজিবাজার হতে মূলধন উত্তোলনের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	সময়	আইপিও-তে অংশগ্রহণকারী নতুন কোম্পানীর সংখ্যা	আইপিও এর মাধ্যমে প্রিমিয়ামসহ উত্তোলিত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকা)	রাইট শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানীর সংখ্যা	রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে প্রিমিয়ামসহ উত্তোলিত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট মূলধন উত্তোলনের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১.	২০০৮-২০০৯	০৭	৮২.০০	০৬	২৯২.০৯	৩৭৪.০৯
২.	২০০৯-২০১০	১১	৯৮৫.৮৬	০৮	১০২৪.১২	২,০০৯.৯৮
৩.	২০১০-২০১১	০৬	৯২০.০৮	২৯	২,৫৫০.৭৪	৩,৪৭০.৮২
৪.	২০১১-২০১২	১১	৮২৩.৬৮	১৪	১৮৩৭.৬৬	২,৬৬১.৩৪
৫.	২০১২-২০১৩	১৪	৯৯৯.৪০	০৬	১৬৬.৭২	১,১৬৬.১২
৬.	২০১৩-২০১৪	১৭	৯০৫.৫৯	০৬	৭৪৭.৯৫	১,৬৫৩.৫৪
৭.	২০১৪-২০১৫	১৪	৯৭৫.১৭	০৪	১৩৫৪.১০	২,৩২৯.২৭
৮.	২০১৫-২০১৬	০৮	৭০৩.৬০	০৩	৩৬৫.৮২	১,০৬৯.৪২
৯.	২০১৬-২০১৭	০৬	২২৯.২৫	০৩	৯৮৯.৬৩	১,২১৮.৮৮
১০.	২০১৭-২০১৮	১২	৫০৬.০০	০৪	৪৯১.৪৬	৯৯৭.৪৬
	মোট	১০৬	৭,১৩০.৬৩	৮৩	৯,৮২০.২৯	১৬,৯৫০.৯২

মিউচ্যুয়াল ফান্ড কর্তৃক পুজিবাজার হতে মূলধন উত্তোলনের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	সময়	নতুন তালিকাভুক্ত ফান্ডের সংখ্যা	আইপিও এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অ-তালিকাভুক্ত ফান্ডের সংখ্যা	পাবলিক অফারের মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট নতুন ফান্ডের সংখ্যা	মোট উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১.	২০০৮	০৩	২৪৫.০০	--	--	০৩	২৪৫.০০
২.	২০০৯	০৬	৬৪৫.০০	--	--	০৬	৫৪৫.০০
৩.	২০১০	১০	১,৩৩০.০০	০১	২০.০০	১১	১,৩৫০.০০
৪.	২০১১	০৭	১,২৯১.৪৭	০২	১,৬৫৮.১০	০৯	২৯৪৯.৫৭
৫.	২০১২	০১	১০০.০০	০১	১০০.০০	০২	২০০.০০
৬.	২০১৩	০২	২০০.০০	০১	২০.০০	০৩	২২০.০০
৭.	২০১৪	০১	৬০.৫৯	০২	৬০.০০	০৩	১২০.৬৯
৮.	২০১৫	০২	১৫৪.৩২	০৩	৯৮.১২	০৫	২৫২.৪৪
৯.	২০১৬	০৩	৩০৮.৮৭	১৪	৪৬০.৪৪	১৭	৭৬৯.৩১
১০.	২০১৭	০২	১৬৬.০১	০৯	৩১২.৩১	১১	৪৭৮.৩২
১১.	২০১৮ (জুন পর্যন্ত)	--		০৬	২২৫.০০	০৬	২২৫.০০
	মোট	৩৭	৪,৫০১.২৬	৩৯	২,৯৫৩.৩৭	৭৬	৭,৪৫৫.২৩

কোম্পানী কর্তৃক কমিশন হতে ক্যাপিটাল ইস্যু অর্থাৎ মূলধন উত্তোলনের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্রম	সময়	মূলধন উত্তোলনের অনুমোদন			মূলধন উত্তোলনের অনুমোদন			
		মোট সিকিউরিটিজ **ইস্যু সংখ্যা**	**মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)**		প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী		পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী	
			ডেট সিকিউরিটিজ (Debt)	ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ (Equity)	সিকিউরিটিজ **ইস্যু সংখ্যা**	**অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)**	সিকিউরিটিজ **ইস্যু সংখ্যা**	**অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)**
১	২০০৮-২০০৯	৮৯	৯৩৪.৪০	৫,৭৩১.১৯	৩৫	৮২৬.৬৩	৫৪	৫,৮৩৮.৯৬
২	২০০৯-২০১০	১৭২	৬৪১.১৩	১০,৬৪৪.১৩	১০১	৫,৬৭৬.২২	৭১	৫,৬০৯.০৪
৩	২০১০-২০১১	১৫৮	৮০০.০০	৮,৬৮১.০০	৫৮	১,৬৯০.৫৯	১০০	৭,৬৮৮.৭৯
৪	২০১১-২০১২	১৯০	২৪০.০০	৯,৮৪৯.৭১	১০৯	৪,৬৯০.৮৪	৮১	৫,৩৯৮.৮৭
৫	২০১২-২০১৩	১৯৯	৭৫০.০০	১০,৭৭১.৮৫	১১৭	৩,০৩৬.৮৭	৮২	৮,৪৮৫.৬৬
৬	২০১৩-২০১৪	১৬১	৩,৯১০.০০	১২,৫২৯.৯০	৮১	৪,১৭৭.৫২	৮০	৮,৫০১.৩৪
৭	২০১৪-২০১৫	১৬৮	২,৯৫৬.৭৫	১১,৮৫২.৫৭	৯৭	৪,১২৯.৮০	৭১	১০,৬৭৯.৫২
৮	২০১৫-২০১৬	১৬১	৪,০৮৬.৩১	৮,৫৯২.৫৪	৮১	৪,১৭৭.৫২	৮০	৮,৫০১.৩৪
৯	২০১৬-২০১৭	১৫৪	২,৬৫৭.৫০	১৮,১৩৫.৭৮	৯৪	৯,৪৮১.২৩	৬০	১১,৩১২.০.৫
১০	২০১৭-২০১৮	২২৬	১১,২১৬.৫০	১২,৮৪০.৩৬	১৪৯	১,০২৭৮.৩৫	৭৭	১৩,৭৭৮.৫১
	মোট	**১৬৭৮**	**২৮,১৯২.৬০**	**১০৯,৬২৯.০০**	**৯২২**	**৪৮,১৬৫.৬০**	**৭৫৬**	**৮৫,৭৯৪,০.৯০**
	সর্বমোট	**১৬৭৮**	**১,৩৭৮,২১৬.৩৩**					

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের লেনদেনের নিষ্পত্তির জন্য পৃথক একটি ক্লিয়ারিং সেটেলমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Small and Medium Enterprise (SME) এর জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের জন্য পৃথক Small Cap Platform প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

৩. ডেরিভেটিভস মার্কেট চালু;

৪. Risk Based Capital Adequacy and Supervision চালু;

৫. ETF Product চালু;

৬. Corporate Bond Market উন্নয়ন;

৭. অন-লাইন রিপোর্টিং সিস্টেম চালু;

৮. OTC মার্কেট কার্যকর করার লক্ষে Alternative Trading Board গঠন;

৯. Securities and Exchange Ordinance, 1969-বাংলা ভাষায় রুপান্তর করত: যুগোপযোগি করে নতুন আইন প্রণয়ন;

১০. নতুন নতুন উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাদেরকে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল ফান্ড, প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড ও ইমপ্যাক্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;

১১. শরীয়াহ ভিত্তিক পুঁজিবাজার সিকিউরিটিজ হিসাবে "SUKUK" চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

১২. সরকারি ব্যাংক, বীমা ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষে যশোরে ডিজাস্টার রিকভারী সাইট (DRS) প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আইসিবির উদ্যোগে সরকারসহ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক, বীমা ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে ৫০০.০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৩. বিআইসিএম কর্তৃক দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে 'ইন্টার ইউনিভার্সিটি কেস কম্পিটিশন' আয়োজন করছে-যা পুঁজিবাজারের দক্ষতা উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

(১) পুঁজিবাজার সংক্রান্ত কর্মসূচি:

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:

Capital Market Development Program-III:

একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় "Capital Market Development Program-III" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২২.৬৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১৭.২০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ এডিবির অনুদান ৫.৪৬ কোটি টাকা।